যুগান্তর

তারিখ 21 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

আলোকপাত

১৭৫ বছরে বরিশাল জিলা স্কুল

বাংলার ভেনিস বরিশালের অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরিশাল জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৯ সালে। ১৮৫৩ সালে স্কুলটি সরকারি ব্যবস্থাপনায় এলেও আবার তা ১৮৯২ সালে বেসরকারি স্কুল হিসেবে ঘোষিত হয়। সরকারি স্কুল হিসেবে আবার স্কুলটি কার্যক্রম শুরু করে ১৯০৬ সালে এবং সে সময়ই বরিশাল ইংলিশ স্কুল নাম পাল্টিয়ে বরিশাল জিলা স্কুল নামকরণ করা হয়।

বরিশাল জিলা স্কুলের রয়েছে এক বর্ণাঢ্য, গৌরবময় অতীত। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, কমরেড প্রমোদ দাসগুপ্ত, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, শিল্পী গোলাম মুস্তফা, কথাশিল্পী বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ বরিশাল জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সারাদেশে তখনকার একটি মাত্র বোর্ড থেকে বরিশাল জিলা স্কুলের ছাত্ররা বরাবরই মেট্রিকুলেশন (বর্তমান এসএসসি) পরীক্ষায় ভালো ফল করত। ষাটের দশকে সিরাজুল হক, খান মোঃ সালেক, বজলুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, এমএ হামিদ, মোজাফফর রহমান প্রমুখ জ্ঞানতাপস শিক্ষকমণ্ডলী ছিলেন বরিশাল জিলা স্কুলের প্রধান চালিকাশক্তি। তারা কোন যাদুমন্ত্র বলে সব ছাত্রকে সারাদিনক্ষণ বিমোহিত করে রাখতেন! ছড়াতেন নিয়ত শিক্ষার আলো।

শিল্পী আবদুস সাত্তারের স্মৃতিতে বরিশাল জিলা স্কুলের ভেঙে ফেলা ভবন

দেখতে অনেকটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো ছিল বরিশাল জিলা স্কুলের প্রধান ভবনটি। সামনে সুদৃশ্য পিলার। আর্চ এবং লুভারের সমন্বয়ে তৈরি দরজা-জানালা। সামনে দেবদারু আর নারকেল গাছের সারি। বর্গাকৃতির ভবনটির মাঝখানে ছিল বিশাল হলরুম, চারদিকে ঘুরানো অনেকগুলো ক্লাসরুম। শুধু প্রধান শিক্ষকের জন্য আলাদা ছোট্ট একটি কক্ষ। অন্যসব শিক্ষক বসতেন একটি রুমে বিশাল টেবিল ঘিরে।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে পৌনে দুশ' বছরের ঐতিহ্যবাহী বরিশাল জিলা স্কুলের রূপ অনেকটাই পরিবর্তিত। আশির দশকে স্বৈরতন্ত্রের কবলে পড়ে সব প্রতিবাদ উপেক্ষিত হয়ে প্রাচীন ভাস্কর্যের প্রতীক স্কুল ভবনটি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এর পরিবর্তে গড়ে ওঠে হালফ্যাশনের একাধিক তলার ভবন। সামনে পড়ে থাকে শূন্য মাঠ। পুরনো অনেকেই এখানে এসে বরিশাল জিলা স্কুলকে যেন খুঁজেই পান না!

গত ৯ এবং ১০ ডিসেম্বর বরিশাল জিলা স্কুলের ১৭৫ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে আসা স্কুলের সাবেক ছাত্ররা তাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির এ দৈন্য দেখে হতাশা ব্যক্ত করেন। শুধু অবকাঠামোগত পরিবর্তনই নয়, শিক্ষার মানদণ্ডে জিলা স্কুলের বর্তমান অবস্থানের কথা জেনে তারা হন ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। বিশেষ করে বরিশাল জিলা স্কুলের ঐতিহ্যবাহী ভবনটি ভেঙে ফেলায় অনেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বরিশাল জিলা স্কুলের ১৯৬২ ব্যাচের ছাত্র বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী আবদুস সাত্তার অঙ্কিত ঐতিহ্যবাহী ভবনটির বিশাল চিত্র সবার দৃষ্টি কাড়ে। উপস্থিত সব সাবেক ছাত্র তাদের প্রাণপ্রিয় ভবনটি পুনর্নির্মাণের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। এ ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত সহযোগিতা দেয়ারও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বরিশাল জিলা স্কুলের ভেঙে ফেলা ভবনের ঠিক একই আদলে একটি ভবন পুনর্নির্মাণ করা হোক, স্কুলে আগের মতো পড়াশোনার পরিবেশ ফিরে আসুক, বরিশাল জিলা স্কুল ফিরে পাক তার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য– এটিই বরিশালবাসীর প্রত্যাশা।

■ মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ